সিলেক্ট- ৩৪

যুগান্তর

তারিখ 1 1 OCT 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

মেডিকেলে ভর্তি যুদ্ধ

উন্নত বিশ্বে যেইখানে প্রতি ৬০০ জনের জন্য একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক রহিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রতি বারো হাজার ব্যক্তির জন্য রহিয়াছেন মাত্র একজন চিকিৎসক। গত কয়েক বৎসরে চিকিৎসা বিজ্ঞানে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আবিষ্কৃত হইয়াছে নূতন নূতন ঔষধপত্রসহ শল্য চিকিৎসার পদ্ধতি। সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতিই বা বাদ যাইবে কেন? সেই তুলনায় বলা যায় আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত সেকেলে। তাহা না হইলে সর্বশেষ বন্যার পরপরই রাজধানীসহ সারাদেশে হঠাৎ করিয়া এত বিপুলসংখ্যক লোক ডায়রিয়া ও কলেরায় আক্রান্ত হইবে কেন? মেডিকেল শিক্ষার পাশাপাশি আমাদের দেশে জনস্বাস্থ্য সচেতনতারও যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। এই অভাব একমাত্র পূরণ করিতে সক্ষম দেশের মেডিকেল কলেজগুলি। বর্তমানে সরকারি মেডিকেল কলেজ রহিয়াছে ১৪টি। চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা বিবেচনা করিয়া ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হইয়াছিল। সেইগুলিতেও লেখাপড়া করিতেছে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী। যাহা হউক, সরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হইতে যাইতেছে আগামী ২৬ অক্টোবর। গত মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে শুরু হইয়াছে ফরম বিতরণ। এই পর্যন্ত ফরম বিক্রয় হইয়াছে ২৪ হাজার ৩১৭টি। গত বৎসর এই সংখ্যা ছিল ১৯ হাজারের কিছু বেশি। নির্ধারিত আসন সংখ্যা রহিয়াছে ২০৬০টি। ইহার মধ্যে ২ হাজার সাধারণ আসন, ৪০টি মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং ২০টি সংরক্ষিত আদিবাসীদের জন্য। তাহার মানে দাঁড়াইয়াছে এই যে, প্রতি ১টি আসনের জন্য ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে গড়ে ১২ জন ছাত্রছাত্রী। মনে রাখিতে হইবে, তাহারা সকলেই মেধাবী— মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলের অধিকারী। তাহাদের যোগ্যতা লইয়া প্রশ্ন তুলিবার কোন অবকাশ নাই। তবে অন্য অনেক কিছুর মতোই দেশে মেডিকেলে ভর্তি করিবার গ্যারান্টি দিয়া ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া উঠিয়াছে নানারকম ভর্তি কোচিং সেন্টার। ঐগুলিতে আদৌ শিক্ষা-দীক্ষা কিছু না হইলেও অভিভাবকদের পকেট ভালোভাবেই কাটা হইতেছে। বিপুল অর্থের বিনিময়ে এই সকল কোচিং সেন্টার হইতে নিকট অতীতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উঠিয়াছে। তাহাদের সহিত তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের মন্ত্রী, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও মেডিকেল কলেজের একশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষকের যোগসাজশ থাকাও বিচিত্র নহে। অন্তত এই পর্যন্ত মেডিকেল কলেজে ভর্তি ও ফলাফল লইয়া যেই সকল অভিযোগ উঠিয়াছে, তাহাতে উহার সত্যতা মিলিয়াছে অনেকাংশে। ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে অনশন ও ধর্মঘটের নজিরও রহিয়াছে। এইবার সেইরূপ কিছু হইবে না বলিয়াই প্রত্যাশিত। পরীক্ষায় যে কোন ধরনের অসাধুতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ভিজিল্যান্স টিম গঠনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে আইন-শৃংখলা বাহিনীর নিকট। র‍্যাবকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে রাজধানী ও অন্যত্র মেডিকেল কোচিং সেন্টারগুলির উপর কঠোর নজরদারির। বলা যায়, এই পর্যন্ত প্রস্তুতি বেশ আশাব্যঞ্জক। আর মেডিকেলে ভর্তি হইতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের উচিত হইবে, কোন কারচুপি কিংবা গুজবের আশ্রয় না লইয়া নিজেদের ভর্তি হইবার জন্য যথাযথভাবে যোগ্য করিয়া তোলা। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তড়িঘড়ি অথবা ফাঁকি দিবার কোন জো নাই। আর যেইখানে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেইখানে তো নহেই। ইহার পাশাপাশি বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতেও শিক্ষার মান যথাযথ পর্যায়ে উন্নীত করিবার জন্য স্বাস্থ্য-শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি নিয়মিত মনিটরিং জোরদার করিবার আহ্বান জানাই।